দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12.1.86 ...
পৃষ্ঠা ... [struck out] ... ১ ...

001

বর্তমানে কারিগরী শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে কিছুকাল আগেও ঠিক ততটা উপেক্ষিত ছিল কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা। কারণ বিদেশে চাকরির ক্ষেত্র নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যন্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কারিগরী ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির। ঐ সমস্ত দেশগুলোতে কারিগরের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই কম। আর তাই আমাদের মত বেকার সমস্যায় জর্জরিত, বাড়তি জনশক্তি নিয়ে চিন্তিত দেশগুলো

শিক্ষাই পারে ব্যক্তি বিশেষকে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত করে তৈরী করতে। কিন্তু আমাদের দেশে নারীশিক্ষার হার অত্যন্ত কম। মেয়েদেরকেও কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে হলে প্রয়োজন নারী শিক্ষা। আজকের দিনে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেই হবে না মেয়েদের জন্যও বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন। মেয়েদেরকেও জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। শিক্ষার ফলে মেয়েরাও কাজের সুযোগ পাবে। পারবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির আগেই শিক্ষার দাবীকে অগ্রাধিকার দিতে

কারিগরি শিক্ষা মেয়েদের জন্যে

শিরিণ আখতার

এ প্রয়োজনে আকৃষ্ট হয়েছে। রফতানী করতে শুরু করেছে দক্ষ জনশক্তি। দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে গিয়েই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার। এ প্রয়োজন থেকেই কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে বিদেশ গমনেচ্ছু প্রার্থীর সংখ্যা। দক্ষ, আধাদক্ষ সব ধরনের লোকই আজকাল পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে। ফিরে আসছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী সহকারে।

যারা বিদেশে গেছেন তাদের বিপুল পরিমাণ অর্থ আসছে পণ্যের আকারে। এই পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের পোশাক/কাপড়, প্রসাধনী-দ্রব্যসহ টিভি, ডীপফ্রিজ, ক্যাসেট, টু-ইন-ওয়ান, ভিসিআর, ঘড়ি, বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কিত সামগ্রী; দেখা যাচ্ছে দেশে যন্ত্রপাতির আধিক্য। তাই কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে লোক পাঠানোর মত বিদেশ হতে আনীত বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার অথবা ছোটখাটো মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কলকব্জা-যন্ত্রপাতি আসার আগেই জনশিক্ষার প্রসার দরকার। জনশিক্ষাই পারে কারিগরী জ্ঞানের দ্বার খুলতে। আজকের দিনে সবাই দেখছে যন্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে তাদের। তেমনি যন্ত্রও দেখবে তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত লোকের। তাই শিক্ষার দাবীকে অন্যান্য দিকের দাবীর চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জ্ঞান প্রসারের ফলে মানুষ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে শিক্ষা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হবে। শিক্ষাই পারে মেয়েদেরকে সকল কার্যাবলীতে পুরুষের পাশাপাশি নিয়ে আসতে। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা। মানুষ হিসেবে সমাজে সমানভাবে কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় শিক্ষা।

কিন্তু কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ কম। এদেশে প্রকৌশলী, স্থপতি, প্রযুক্তিবিদ এবং কারিকরী বিশেষজ্ঞ খুবই কম। কারণ মেয়ে মাত্রই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এটাই সকলের ধারণা এবং কাম্য। অবশ্য আজকাল মেয়েদের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। বাইরের কার্যে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। মেয়েরা ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ হতে রেডিও এবং টেলিভিশনসহ বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করছে। ফিলিপস, মেহার ইন্ডাস্ট্রিজের মত প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে।

দেশের অভ্যন্তরে কারিগরী পেশায় দক্ষ জনশক্তির চাহিদা মেটানো এবং বিদেশে জনশক্তি রফতানীর ফলে সৃষ্ট দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের শূন্যতাকে পূরণের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় মেয়েদের অংশগ্রহণকে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র বিদেশে রফতানীর জন্য কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজন তা নয়। বিদেশ থেকে আনীত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবহার মেরামতের জন্যও কারিগরী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আর এ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদেরকেও দক্ষ করে তোলা যেতে পারে। আজকের দিনে প্রয়োজন দেশের সর্বত্র নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার। এটাই হচ্ছে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।